ভূমিকা

আপনি জাবেদা সম্পর্কে আলোচনার সময় দেখেছেন, প্রতিটি ডেবিট এন্ট্রির জন্য একটি করে ক্রেডিট এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। এগুলোকে আবার খতিয়ানে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষে স্থানান্তর করে হিসাবগুলোর জের (Balance) নির্ণয় করতে হয় নির্দিষ্ট সময় শেষে (সাধারণতঃ ১ বছর)। এরপর চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে হিসাবগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করে নিতে হয়। এ যাচাইয়ের জন্য খতিয়ান হিসাবের জেরগুলো নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলা হয়। যদিও এটা হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ কিন্তু এটা মূলতঃ কোন হিসাবখাত নয়।

রেওয়ামিলে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Definition of Trial Balance and its Characteristics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিলের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

রেওয়ামিলের সংজ্ঞা (Definition of Trial Balance)

মনে করি, ০১.০১. ২০০২ তারিখে মি. রহমানের নিকট থেকে মি. জামান ১,০০০ টাকা পেল। এ মূহুর্তে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে মি. জামানের নগদান বহিতে ১,০০০ টাকার একটি ডেবিট এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং মি. রহমানের হিসাবে একটি ক্রেডিট এন্ট্রি লিখতে হবে। টাকার অংক ১,০০০ ই থাকবে।

এভাবে আমরা যতগুলো লেন-দেন সংঘটিত হবে তার দ্বিগুণ এন্ট্রি লিখতে থাকব। টাকার অংকও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ খতিয়ানের ডেবিট দিকে যতটাকা থাকবে ক্রেডিট দিকেও তত টাকা থাকবে। সুতরং খতিয়ানগুলোর সব ডেবিট দিকের যোগফল অবশ্যই ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হবে।

এ যোগফল যদি সমান না হয় তাহলে বুঝতে হবে হিসাবের কোথাও ভুল রয়েছে। হিসাবরক্ষল এভাবে চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে হিসাবগুলোর নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চান। খতিয়ানের হিসাবগুলো যথার্থভাবে লেখা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য একটি নিদিষ্ঠ তারিখে একখানা কাগজে বা খাতায় খতিয়ানের হিসাবগুলির জেরগুলিকে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে সাজিয়ে হিসাবরক্ষক যে বিবরণী তৈরি করেন তাকে রেওয়ামিল বলে।

এস.পি.জেইন এবং কে.এল. নারাং বলেন,"হিসাবের বইগুলির গানিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খতিয়ান হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বিবরণীকে রেওয়ামিল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে"। আর.এন. কার্টার বলেছেন, "রেওয়ামিল হল খতিয়ানের ডিবিট ও ক্রেডিট জেরগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত এমন একটি তালিকা যার মধ্যে নগদান হিসাবের নগদ ও ব্যাংক জেরও অন্তর্ভুক্ত থাকে"।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়-

রেওয়ামিল হল একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের খতিয়ানগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট জেরগুলো নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত একটি বিবরণী। এটি হিসাবের কোন খাত নয় কিন্তু হিসাবের শুদ্ধ ফলাফল নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে প্রত্যেক হিসাবরক্ষকের রেওয়ামিল তৈরি করা উচিত।

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Trial Balance)

রেওয়ামিলের সংজ্ঞা থেকে আমরা রেওয়ামিলের কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য পাই। এগুলো নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় ঃ-

১. রেওয়ামিল একটি বিবরণী মাত্র। এর জন্য কোন বই সংরক্ষণ করা হয় না।

২. এটা একটা পৃথক কাগজে প্রস্তুত করা হয়। কোন বই হিসেবে উপস্থাপন করা হয় না।

৩. রেওয়ামিল একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে এবং কোন নির্দিষ্ট তারিখে তৈরি করা হয়। যেমন, ষান্মাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি।

৪. এর মাধ্যমে হিসাবগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৫. রেওয়ামিল সব ধরনের হিসাবের (ব্যক্তিবাচক, সম্পত্তিবাচক এবং নমিক) জের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বিবরণী।

৬. রেওয়ামিল হিসাব চক্রের অংশ হলেও এটা কোন হিসাবখাত হিসেবে গণ্য হয় না।

৭. ইহা খতিয়ান উদ্বৃত্ত ও চূড়ান্ত হিসাবের মধ্যে সংশোধনমূলক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে ।

৮. রেওয়ামিলে সব ধরনের হিসাবখাত অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটা একনজরে প্রতিষ্ঠানের অবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জের সমন্বয়ে গঠিত যে বিবরণীর মাধ্যমে হিসাবগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে। এর বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটা বিবরণী মাত্র, পৃথক কাগজে প্রস্তুতকৃত, নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুতকৃত, গাণিতিক শুদ্ধতা নির্ণয়ে সহায়ক, সমস্ত হিসাবের জের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটা কোন হিসাব খাত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হিসাবের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যে বিবরণী তৈরী করা হয় তাকে কি বলে ?

ক) জাবেদা খ) খতিয়ান

গ) নগদান বই ঘ) রেওয়ামিল।

২. কোন্‌টি রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য নয় ?

ক) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই খ) এটা একটা বিবরণী মাত্র

গ) এটা নির্দিষ্ট সময়ে করা হয় ঘ) এটা হিসাবের অঙ্গ ।

৩. কোন্ উত্তরটি যুক্তিসঙ্গত ?

ক) রেওয়ামিল ডিবিট জেরগুলো নিয়ে প্রস্তুতকৃত। খ) ইহা ক্রেডিট জেরগুলোর সমন্বয়ে গঠিত।

গ) রেওয়ামিলের ডেবিট থেকে ক্রেডিট জের বাদ দেয়া হয়। ঘ) ইহা ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের সমন্বয়ে গঠিত।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. রেওয়ামিল কাকে বলে ?

২. রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন ?।

পাঠ-২

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য ও সুবিধা (Objectives and Advantages of Trial Balance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- রেওয়ামিলের সুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য (Objectives of Trial Balance) ঃ

যদিও রেওয়ামিল কোন হিসাবের অংশ নয়, তথাপি চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে এটা তৈরী করা প্রত্যেক হিসাবরক্ষকের একান্ত কর্তব্য। দুটি মূল উদ্দেশ্য এখানে কাজ করে যথা ঃ- প্রতিটি হিসাব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং খতিয়ানগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা প্রদর্শন করে কিনা তা যাচাই করা। রেওয়ামিলের প্রভাব বিবেচনা করলে এর আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। নির্দিষ্টভাবে সবগুলি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১. **হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি লেন-দেনকে সমান অংকের অর্থ দিয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট দিক উল্লেখ করে প্রথমে জাবেদায় (প্রাথমিক বহিতে) লেখা হয়। পরে কিছুটা সংক্ষেপ করে হিসাবের প্রধান বই খতিয়ানে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতে লেখা হয়। প্রতিটি লেন-দেনের অংক একবার ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের অংক সমান থাকে। রেওয়ামিলে আরও সংক্ষেপে জেরগুলো সাজিয়ে দেখা হয় যে, উভয় দিকের যোগফল সমান আছে কিনা।

২. **রেকর্ডজনিত শুদ্ধতা যাচাই ঃ** লেন-দেনগুলো লেখার সময় উল্টা-পাল্টা হয়ে যেতে পারে। যেমনঃ ডেবিট দিকে না লিখে ক্রেডিট দিকে লেখা। এমনটি হলে টাকার অংক একদিকে বেশী অন্য দিকে কম হয়ে যাবে। রেওয়ামিল করলে এ রেকর্ডবিষয়ক ভুল থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

৩. **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লেন-দেনগুলোকে একই অংক দেখিয়ে একবার ডেবিট ও একবার ক্রেডিট দিকে লেখা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে সব ডেবিট জের ও ক্রেডিট জেরের যোগফল তাই সমান হতে বাধ্য। যদি সমান হয় তাহলে বুঝা যাবে উপরোক্ত পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ হয়েছে অন্যথায় ভুল হয়েছে বলে ধরা হবে। এ কাজটি রেওয়ামিলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

৪. **সহজে ভুল সংশোধন ঃ** কোন হিসাবরক্ষক রেওয়ামিল তৈরি করলে তিনি নিজে ও অন্য কোন অভিজ্ঞ লোক সহজে বুঝতে পারেন হিসাবগুলিতে কোন ভুল আছে কিনা। থাকলে সহজে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু জাবেদা ও খতিয়ানগুলো বিশ্লেষণ করে এ ভুল নির্ণয় ও সংশোধন সহজ নয়।

৫. **চুড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ঃ** যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় শেষে উক্ত ব্যবসায়ের ফলাফল জানতে চায়। এ জন্য জাবেদা ও খতিয়ান হিসাব লেখার পর খতিয়ানগুলোর জের সমন্বয়ে রেওয়ামিল তৈরী করা হয়। উদ্দেশ্য হল, সহজে যাতে চুড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা যায়।

৬. **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার প্রাথমিক ধারণা লাভ ঃ** জাবেদা ও খতিয়ানে হিসাবগুলো বহু জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। এগুলো থেকে যখন রেওয়ামিল তৈরি করা হয় তখন হিসাবের জেরগুলো একটি কাগজে একই জায়গায় ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে দেখা যায়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

৭. **শ্রম ও সময়ের অপচয় রোধ ঃ** প্রতিষ্ঠানের অনেকেই হিসাবগুলোর অবস্থা জানতে আগ্রহী হন। আর রেওয়ামিলে সমস্ত হিসাবের জের প্রতিফলিত হয়ে থাকে যা হিসাবগুলির শুদ্ধতা যাচাই করে সহজে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা যায়। সহজে ভুল সংশোধনও করা যায় রেওয়ামিলের মাধ্যমে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেওয়ামিল তৈরী করা থাকলে আর্থিক অবস্থা জানতে শ্রম ও সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

রেওয়ামিলের সুবিধা (Advantages of Trial Balance) ঃ

রেওয়ামিল কোন হিসাব হিসেবে পরিগণিত না হলেও এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পাওয়া যায়। নিম্নে সুবিধাগুলির বর্ণনা দেয়া হল ঃ

১. **গাণিতিক শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ ঃ** যেহেতু জাবেদা ও খতিয়ানে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব লেখা হয়, তাই সব ডেবিট জেরের যোগফল সব ক্রেডিট জেরের সমান হওয়া উচিৎ। রেওয়ামিলের মাধ্যমে এ গাণিতিক শুদ্ধতা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়।

২. **রেওয়ামিল শ্রম লাঘবের উপায় ঃ** কোন ব্যবসায়ের অবস্থা জানতে হলে প্রতিটি খতিয়ান পৃষ্ঠা উল্টিয়ে জের সংগ্রহ করে দেখার দরকার হয়। কিন্তু রেওয়ামিল এ খুঁজ-খুঁজির হাত থেকে বাঁচিয়ে খতিয়ান জেরগুলোকে একটা কাগজ সংক্ষেপে হাতের কাছে এনে দেয়। অতএব, রেওয়ামিল সময় ও শ্রম অপচয় লাঘব করে।

৩. **সঠিক রেকডিং নিশ্চিতকরণ ঃ** টাকার অংক ঠিক থাকলেও কোন কোন সময় হিসাবের রেকর্ড/এন্ট্রি ভুল দিকে হতে পারে। রেওয়ামিল করলে এন্ট্রিজনিত কোন ভুল থাকলে তা ধরা পড়ে। সুতরাং রেওয়ামিল সঠিক এন্ট্রি সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত করে থাকে।

৪. **দ্রুত প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ঃ** রেওয়ামিলে বিভিন্ন হিসাবের জেরগুলি সংক্ষেপে একপ্রস্থ কাগজে লেখা থাকে। যা থেকে সহজে ও দ্রুত চূড়ান্ত হিসাব নির্ণয় করে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা সম্ভব হয়।

৫. **চুড়ান্ত হিসাব পূর্ব ধারণা লাভ ঃ** রেওয়ামিলে সব ধরনের হিসাবের জের উল্লেখ করা থাকে। এসব জেরের প্রকৃত অবস্থা দেখে ব্যবসায়ী মোটামুটি বুঝতে পারেন তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা কেমন। এজন্য একেবারে চূড়ান্ত হিসাব করার দরকার পড়ে না।

৬. **হিসাবের ভুল সংশোধন ঃ** রেওয়ামিলে হিসাবের জেরগুলো লেখার পর যদি দেখা যায় গাণিতিক কোন সমস্যা রয়েছে বা সঠিকভাবে হিসাব রেকর্ড/এন্ট্রি করা হয়নি তাহলে সাথে সাথে উক্ত ভুল সংশোধন করে নেয়া যায়।

৭. **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সফল ব্যবহার ঃ** যদি রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল মিলে যায় তাহলে বুঝা যায় দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির ব্যবহার সঠিকভাবে পালিত হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

রেওয়ামিল তৈরী করার উদ্দেশ্য হল, হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই, এন্ট্রিজনিত শুদ্ধতা যাচাই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সহজে ভুল সংশোধন, চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের সহায়তা প্রদান, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার প্রাথমিক ধারণা লাভ এবং শ্রম ও সময়ের অপচয় রোধ। এর সুবিধা হল, গাণিতিক শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ, শ্রম লাঘবের মাধ্যমে, সঠিক রেকডিং নিশ্চিতকরণ, দ্রুত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়, চূড়ান্ত হিসাব পূর্ব ধারণা লাভ, হিসাবের ভুল সংশোধন এবং দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি সফল ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রেওয়ামিলের মূল উদ্দেশ্য কোনটি ?

ক) চুড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন খ) হিসাবের নির্ভুলতা যাচাই

গ) আর্থিক অবস্থা জানা ঘ) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২. নিম্নের কোনটি রেওয়ামিলের সুবিধা নয় ?

ক) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই খ) ভুল সংশোধনে সহায়তা

গ) সঠিকভাবে রেকর্ড করা ঘ) শ্রম লাঘবের মাধ্যম।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. রেওয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্যবলী আলোচনা করুন।

২. রেওয়ামিল থেকে আমরা কি কি সুবিধা পেতে পারি ?

পাঠ-৩ রেওয়ামিল প্রস্তুত প্রণালী ও এর সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য (Methods of Preparing Trial Balance and its Limitation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি,

- রেওয়ামিলের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন
- রেওয়ামিলের কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

রেওয়ামিল প্রস্তুত প্রণালী (Methods of Preparing Trial Balance)

খতিয়ান হিসাবের জেরগুলো একটা পৃথক কাগজে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করে যোগফল মিলিয়ে রেওয়ামিল তৈরী করা হয়। নগদান বইয়ের জেরগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রেওয়ামিল প্রস্তুতের তিনটি পদ্ধতি আছে। নিম্নে এ তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল ঃ

১. **মোট অংক সম্বলিত রেওয়ামিল (Total Trial Balance) ঃ** এ পদ্ধতিকে মোট রেওয়ামিলও বলা হয়ে থাকে (Gross Trial Balance)। যদিও রেওয়ামিলের প্রচলিত পদ্ধতি জেরের রেওয়ামিল কিন্তু মোট অংক দিয়েও রেওয়ামিল তৈরী করা যায়। এ পদ্ধতি অনুসারে রেওয়ামিলের প্রথম ঘরে (ডেবিট দিকে) খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল এবং দ্বিতীয় ঘরে (ক্রেডিট দিকে) খতিয়ানস্থ প্রতিটি হিসাবের ক্রেডিট দিকের যোগফল লেখা হয়। নিম্নে একটা নমুনা রেওয়ামিল দেখান হলো ঃ

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০০২ সাল

বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
জামালের মুলধন হিসাব	১		৫০০,০০০.০০
ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব	২	২০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৩	১০০,০০০.০০	
নগদ তহবিল	৩	৫০০,০০০.০০	
		৮০০,০০০.০০	৮০০,০০০.০০

২. **জেরের রেওয়ামিল (Balance Trial Balance) ঃ** এ পদ্ধতি অনুসারে খতিয়ানস্থ বিভিন্ন হিসাবের প্রতিটি ডেবিট ও ক্রেডিট জের নির্ধারণ করে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে ডেবিট জেরগুলো এবং ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট জেরগুলি লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। একে নীট রেওয়ামিল (Net Trial Balance) নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিম্নে এরূপ একটি রেওয়ামিল দেখানো হল ঃ

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০০২ সাল

বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
সালামের মুলধন হিসাব		-	৫,০০০,০০০.০০
বিক্রয় হিসাব			২,০০০,০০০.০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৩,০০০,০০০.০০	
নগদ তহবিল		৪,০০০,০০০.০০	-
		৭,০০০,০০০.০০	৭,০০০,০০০.০০

৩. **মোট অংক ও জেরের রেওয়ামিল (Total-cum- Balance-Trial) ঃ** এ পদ্ধতি হলো ১ ও ২ নং পদ্ধতি সমন্বয়। এ ক্ষেত্রে খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের অংক রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয়। সাথে সাথে ডেবিট ও ক্রেডিটের আরো দু'টি ঘর করা হয় যেখানে প্রতিটি হিসেবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের লেখা হয়। নীচে এরূপ একটি রেওয়ামিল দেখানো হলো ঃ

রেওয়ামিল

৩১.১২.০২ইং

বিবরণ	খঃ	মোট		জের	
	পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
সুমনের মুলধন হিসাব	১	৩,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	—	২,০০,০০০.০০
ক্রয় হিসাব	২	২,০০,০০০.০০	—	২,০০,০০০.০০	—
বিক্রয় হিসাব	৩	—	৩,০০,০০০.০০	—	৩,০০,০০০.০০
রিমনের হিসাব	৪	৪,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	—
নগদ তহবিল	৫	৩,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	—
		১,২০০,০০০.০০	**১,২০০,০০০.০০**	**৫,০০,০০০.০০**	**৫,০০,০০০.০০**

এখানে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, রেওয়ামিল প্রস্তুতের ৩টি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতি বর্তমানে দেখা যায় না। কারণ এ দুটি অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য, ঝামেলাপূর্ণ এবং এ দু'পদ্ধতি থেকে কোন হিসাবের নীট অংক সহজে বুঝা যায় না। এজন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জেরের রেওয়ামিল পদ্ধতিটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপনার এ বইতে যেসব অংক দেখানো হবে তা এ পদ্ধতির ভিত্তিতেই দেখানো হবে।

রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Trial Balance) ঃ আমরা দেখেছি রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য হল হিসাবগুলো লেখা ও এদের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই। ভুল মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে। যথা ঃ প্রাথমিক হিসাব থেকে খতিয়ানে হিসাব লেখার ভুল, খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে হিসাব তোলার ভুল এবং যোগ-বিয়োগের ভুল। এসব ভুল ধরা মোটামুটি সহজ এবং একটু সচেতন হলে এসব ভুল এড়ানো হয়। রেওয়ামিলের সুবিধা আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, এটা প্রস্তুত করা বিশেষ জরুরী কাজ। কিন্তু রেওয়ামিলের কিছু সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাও রয়েছে। এসব অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

১. **রেওয়ামিল হিসাবের অংশ নয় ঃ** রেওয়ামিল হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ হলেও এটা কোন হিসাব নয় বা হিসাবশাস্ত্রের কোন অঙ্গও নয়। কারণ বিভিন্ন হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য রেওয়ামিল তৈরী করা হলেও হিসাবরক্ষক যদি পূর্বেই হিসাবের বইগুলোতে লেখা লেন-দেনের শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারেন এবং এসব হিসাবের জের সরাসরি চূড়ান্ত হিসাবে লেখেন তাহলেও শুদ্ধভাবে ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। এক্ষেত্রে রেওয়ামিল তৈরী না করলেও চলে।

২. **সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না ঃ** যদিও হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল তৈরী করা হয় কিন্তু সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না। রেওয়ামিলের দু'দিকের যোগফল মিলে গেলেই বলা যাবে না সব হিসাব শুদ্ধ এবং নিশ্চিতভাবে শুদ্ধ। নীচে যেসব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না সেগুলির উল্লেখ করা হল ঃ

ক. **নীতিগত ভুল (Errors of Principle) ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কিছু নীতি আছে যার মাধ্যমে হিসাবে ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করা হয়। এসব নীতিমালাকে না মেনে হিসাব রাখা হলে যে ভুল হয় তাকে নীতিগত ভুল (Errors of Principle) বলে। এটা মূলতঃ হিসাবরক্ষক কখনও হিসাবের/লেন-দেনের স্বরূপ না বুঝতে পেরে অনেক সময় এ ভুল করে থাকেন। হিসাব রক্ষক ইচ্ছে করেও এভুলে জড়াতে পারেন। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এভুল হওয়া স্বাভাবিক। যেমনঃ একটা আসবাবপত্র সামান্য মেরামত করা হল। এটা নামিক হিসাব বলে খরচ হিসেবে মেরামত হিসাবে (Repairs Account) ডেবিট হবে। এটা যদি বস্তুবাচক (Real Account) হিসাব ধরে আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয় তাহলে নীতিগত ভুল হবে। কিন্তু এতে রেওয়ামিলের যোগফলে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। যোগফল মিলে যাবে। আবার যদি রাজস্ব জাতীয় খরচ মূলধনী খরচ হিসেবে দেখানো হয় তাহলে এটাও নীতিগত ভুল হবে। আর উভয় খরচের দিক ডেবিট হওয়ায় রেওয়ামিল মিলে যাবে। এভুল ধরা পড়বে না। এমনিভাবে ব্যক্তিবাচক, বস্তুবাচক এবং নামিক হিসাব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে নীতিগত ভুল হতে পারে যা রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না।

খ. **করণিক ভুল (Clerical Errors) ঃ** লেন-দেন হিসাবভুক্ত করার সময় বা লেখার সময় হিসাবরক্ষক কিছু ভুল করতে পারেন, একে করণিক ভুল বা হিসাব লেখার ভুল বলে। এ ধরনের ভুল চার প্রকার হতে পারে। নীচে এগুলির বর্ণনা দেয়া হল ঃ

i. **বাদ দেয়ার ভুল (Errors of Omission) ঃ** কোন লেন-দেন সংঘটিত হলেও জাবেদা বা খতিয়ানে আদৌ লেখা না হতে পারে। ফলে রেওয়ামিলে এর কোন প্রভাব পড়ে না। এভাবে কোন লেন-দেন হিসাবের বইতে লেখার সময় বাদ পড়লে বা আদৌ না লিখলে যে ভুল হয় তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমনঃ সবুজ রায়হানের নিকট ৫,০০০ টাকার মাল ধারে বিক্রয় করল কিন্তু ইহা বইতে লেখা হল না। ১০,০০০ টাকার মাল কেনা হল কিন্তু ইহা হিসাব বইতে লেখা হল না। এসব কারণে রেওয়ামিলের কোন দিকে টাকা লেখা হয়নি, ফলে রেওয়ামিল মিলে যাবে। সাধারণভাবে এভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না।

ii. **লেখার ভুল/কার্যমূলক ভুল (Errors of Commission) ঃ** কোন লেন-দেনের মূল হিসাবটিই যদি ভুল অংকে লেখা হয়ে থাকে তাহলে যে ভুল হয় তাকে লেখার ভূল বলে। মনে করি, ক্রয় হিসেবে লেখার কথা ২,০০,০০০ টাকা কিন্তু লেখা হয়েছে ৩,০০,০০০ টাকা। এতে ডেবিট জের ১,০০,০০০ টাকা বেশী হবে। অন্য দিকে পাওনারদের হিসেবে বা অন্য কোন ক্রেডিট জের বিশিষ্ট হিসাবে ৩,০০,০০০ টাকার স্থলে ৪,০০,০০০ টাকা লেখা হল অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা বেশী লেখা হল। এতে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার একটা করে ভুল থেকে যাবে।

iii. **পরিপূরক ভুল (Compensating Errors) ঃ** হিসাব রক্ষকের অজ্ঞাতে একটি ভুল অন্য একটি ভুলের দ্বারা সংশোধিত হয়ে গেলে তাকে স্বয়ং সংশোধক বা পরিপূরক ভুল বলে। মনে করি, ক্রয় হিসাবে লেখার কথা ২,০০,০০০ টাকা কিন্তু লেখা হয়েছে ৩,০০,০০০ টাকা। এতে ডেবিট জের ১,০০,০০০ টাকা বেশী হবে। অন্য দিকে পাওনাদারদের হিসেবে বা অন্য কোন ক্রেডিট জের বিশিষ্ট হিসাবে ৩,০০,০০০ টাকার স্থলে ৪,০০,০০০ টাকা লেখা হল অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা বেশী লেখা হল। এতে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু দু'জায়গায় ১,০০,০০০ টাকার একটা করে ভুল থেকে যাবে।

iv. **বেদাখিলার ভুল (Errors of Misposting) ঃ** হিসাবে প্রাথমিক বই (জাবেদা) থেকে খতিয়ানে তোলার সময় একটি হিসাবের পরিবর্তে অন্য একটি হিসাবের সঠিক দিকে একই টাকার অংক লেখা হলে যে ভুল হবে তাকে বেদাখিলার ভুল বলে। এতে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। যেমন ঃ ধরি, সালামের নিকট থেকে ১,০০০ টাকা পাওয়া গেল কিন্তু এ ১,০০০ টাকা কালামের হিসাবের ক্রেডিট দিকে ভুলে লেখা হল। এক্ষেত্রে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু হিসাবে বড় একটা ভুল থেকে যাবে।
কোন কোন হিসাবশাস্ত্র *বিশেষজ্ঞ একে আলাদা শ্রেণী হিসেবে না দেখিয়ে লেখার ভুল* (Errors of Commission) এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এতে করণিক ভুল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। নীচে এসব না ধরা পড়া ভুলের একটা ছক দেয়া হল ঃ

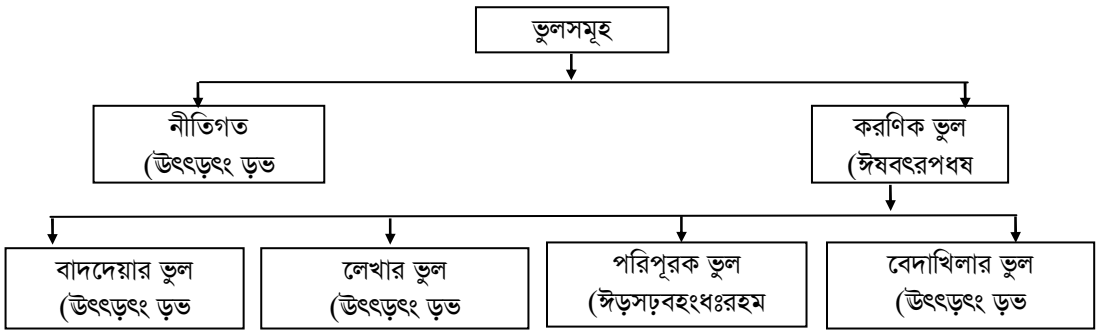

৩. **রেওয়ামিল হিসাবের শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ নয় ঃ** লেন-দেন যখন সংঘটিত হয় তখন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে উক্ত লেন-দেনকে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে দেখিয়ে একই অংকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এর ফলে হিসাবগুলির ডেবিট জের ও ক্রেডিট জেরের যোগফল সমান হয়ে থাকে। এ থেকে ধারনা করা যায়, হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম মোট ৫ (পাঁচ) প্রকারের ভুল রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে গেলেও থেকে যেতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে বারবার হিসাব পরীক্ষা না করে বলা যায় না এসব ভুল থেকেও রেওয়ামিল মুক্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি, রেওয়ামিল হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতার মোটামুটি পরিচায়ক কিন্তু রেওয়ামিলের সমতা হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতার একমাত্র অকাট্য প্রমাণ নয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- রেওয়ামিল প্রস্তুতের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে জেরের রেওয়ামিলই প্রচলিত। রেওয়ামিলে সুবিধা অনেক থাকলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রেওয়ামিল হিসাবের অংশ নয়, সব ভুল এর মাধ্যমে ধরা পড়ে না এবং রেওয়ামিলের সমতাই হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ নয়। তবে সাবধানতার সাথে হিসাব লেখা হলে এ সীমাবদ্ধতা উত্তোরণ সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রেওয়ামিল কয়টি পদ্ধতিতে তৈরী করা যায় ?

ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪।

২. রেওয়ামিল তৈরীর সমোধিক প্রচলিত পদ্ধতি কোনটি ?

ক) মোট অংক সম্বলিত রেওয়ামিল খ) জেরের রেওয়ামিল
গ) মোট অংক ও জেরের রেওয়ামিল ঘ) কোনটি নয়।

৩. নীচের কোন্ উত্তরটি সঠিক ?

ক) রেওয়ামিল হিসাবের অঙ্গ খ) সব ধরনের ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে
গ) রেওয়ামিলের সমতা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ ঘ) রেওয়ামিল হিসাবের শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ নয়।

৪. কয় ধরনের ভুল সাধারণত রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না ?

ক) ১ খ) ৩
গ) ৫ ঘ) ৭।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. রেওয়ামিল প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করুন।

২. রেওয়ামিলের প্রস্তুত প্রণালী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪. কোন কোন ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না তা উল্লেখ করুন।

৫. *''রেওয়ামিলের সমতা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ নয়''* ---- বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপণ্য করুন।

৬. *''রেওয়ামিল হিসাবের শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ''* উক্তিটি কি আপনি মেনে নিতে পারেন ? না মানলে এর বিপক্ষে যুক্তি দেখান।

পাঠ-৪ খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে কোন্ কোন্ হিসাবের জের লিখতে হবে তা বলতে ও লিখতে পারবেন
- খতিয়ান উদ্বৃত্ত দিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে পারবেন।

উদাহরণ-১

রেওয়ামিল তৈরীতে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ (Determination of Debit and Credit in Preparing a Trial Balance) ঃ আপনি ইউনিট-৪ এর পাঠ-৩ থেকে জেনেছেন যে, ব্যক্তিবাচক হিসাবের যে পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে সে পক্ষ ডেবিট হবে এবং যে পক্ষ সুবিধা প্রদান করে সে পক্ষ ক্রেডিট হবে, বস্তু বাচক হিসাবের ক্ষেত্রে সম্পত্তি/বস্তু এলে সে খাত ডেবিট হবে এবং বস্তু/সম্পদ প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলে ঐ খাত ক্রেডিট হবে এবং নামিক হিসাবের ব্যয় ও ক্ষতির খাত ডেবিট হবে এবং আয় ও লাভের খাত ক্রেডিট হবে।
এভাবে লেখা লেন-দেনের জাবেদা লেখার পর খতিয়ানে তোলার পর প্রতিটি খতিয়ান হিসাবের জের টানা হয়। খতিয়ানের ডেবিট জের রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট জের ক্রেডিট দিকে বসিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। কতকগুলি হিসাব আছে যা সর্বদা ডেবিট জের প্রদর্শন করে এবং কতকগুলি হিসাব আছে যার সর্বদা ক্রেডিট জের থাকে। আপনি যদি জানতে পারেন, কোন ধরনের হিসাবের ডেবিট জের থাকে এবং কোন্ ধরনের হিসাবের ক্রেডিট জের থাকে তাহলে অতি সহজে আপনি রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে পারবেন। নিম্নে হিসাব খাত ধরে এর কিছু উদাহরণ দিয়ে একটি নমুনা রেওয়ামিল দেখানো হল।

ক) **ব্যক্তিবাচক হিসাব (Personal Account) ঃ** ব্যক্তিবাচক হিসাবের ক্ষেত্রে ডেবিট দিকে বসে এমন হিসাবগুলি হল-দেনাদার হিসাব, ক্রয় হিসাব, উত্তোলন হিসাব, আন্তঃ ফেরত হিসাব, ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (ডেবিট) ইত্যাদি। ব্যক্তিবাচক হিসাবের ক্রেডিট দিকে বসে এমন হিসাবগুলি হল-পাওনাদার হিসাব, মূলধন হিসাব, ঋণ হিসাব, বিক্রয় হিসাব, বহিঃ ফেরত হিসাব, ব্যাংক হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত, বকেয়া বেতন, বকেয়া সুদ, সঞ্চিতি হিসাব ইত্যাদি।

খ) **বস্তু/সম্পত্তি বাচক হিসাব (Real Account) ঃ** সম্পত্তি/বস্তু বাচক হিসাবের সব সময় ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে। রেওয়ামিলেও এ হিসাবগুলির জের ডেবিট দিকে লেখা হয়। যেমনঃ আসবাবপত্র হিসাব, দালান-কোঠা হিসাব, কলকব্জা হিসাব, মজুদ হিসাব, সুনাম হিসাব, নগদান হিসাব ইত্যাদি।

গ) **নামিক হিসাব (Nominal Account) ঃ** নামিক হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাব ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করে। যেমনঃ বেতন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিজ্ঞাপন হিসাব, ভাড়া হিসাব, মনিহারী হিসাব, অবচয় হিসাব, অনাদায়ী দেনা হিসাব, মঞ্জুরীকৃত বাট্টা হিসাব, ঋণের সুদ হিসাব ইত্যাদি। এ হিসাবের ক্ষেত্রে আয়ের হিসাব ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করে। যেমনঃ বিক্রয় হিসাব, কমিশন প্রাপ্তি হিসাব, বিনিয়োগের সুদ হিসাব, বাট্টা প্রাপ্তি হিসাব ইত্যাদি।

- উপরোক্ত উদাহরণ ও আরো কিছু হিসাবসহ নিম্নে একটি নমুনা রেওয়ামিল দেখানো হলো।

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ.....

রেওয়ামিল, তারিখ ঃ.....

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
বিবিধ দেনাদার		***	
বিবিধ পাওনাদার			***
প্রাপ্য বিল		***	
প্রদেয় বিল			***
ঋন গ্রহণ			***
ঋনের সুদ		***	
বন্ধকী ঋন			***
অগ্রীম খরচাবলী		***	
বকেয়া খরচাবলী			***
মূলধন হিসাব			***
উত্তোলন হিসাব		***	
সুনাম		***	
দালান-কোঠা		***	
ভূমি		***	
ভূমি উন্নয়ন		***	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি		***	
ইজারা সম্পত্তি		***	
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সংযোজন		***	
নিস্কর সম্পত্তি		***	
ব্যবসায়ের আঙ্গিনা		***	
সাজ-সরঞ্জাম		***	
অফিস সরঞ্জাম		***	
আসবাবপত্র সরঞ্জাম		***	
আসবাবপত্র		***	
প্যাটেন্ট স্বত্ব		***	
গ্রন্থ স্বত্ব		***	
ঘোড়া ও গাড়ী		***	
মোটর ও অন্যান্য গাড়ী		***	
বিনিয়োগ/লগ্নী		***	
ব্যাংক জমা		***	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন			***
হাতে নগদ		***	
বহিঃ ফেরত			***
আন্তঃ ফেরত		***	
বীমা প্রিমিয়াম		***	
সমন্বিত ক্রয় *		***	
সমাপনী মজুত **		***	
প্রারম্ভিক মজুত		***	
বেতন		***	
মজুরী		***	
বিক্রয়			***
পণ্য ক্রয়		***	
আন্তঃ বা বহিঃ পরিবহন		***	
বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস, জ্বালানী, পানি ইত্যাদি		***	
জাহাজ ভাড়া		***	
ডাক খরচ		***	
শুল্ক		***	

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডাক, তার ও টেলিফোন		***	
মেরামত ও নবায়ন		***	
ছাপা ও মনিহারী		***	
আইন খরচ		***	
বিজ্ঞাপন		***	
কর		***	
আপ্যায়ন		***	
রয়্যালিটি/সেলামী		***	
বীমা সেলামী		***	
অফিস খরচ		***	
ব্যবসায়িক খরচ		***	
ভাড়া (প্রদত্ত)		***	
অবচয়		***	
পরিচালকের ফিস		***	
মূলধনের সুদ		***	
ঋনের সুদ		***	
শিক্ষানবিস ভাতা			***
ব্যাংক সুদ (প্রদত্ত)		***	
মাল ছাড়করণ খরচ		***	
ব্যাংক চার্জসমুহ		***	
প্রদত্ত সুদ		***	
বিবিধ খরচ		***	
প্রদত্ত/মঞ্জুরীকৃত বাট্টা		***	
অনাদায়ী দেনা		***	
কারখানা খরচ		***	
প্যাকিং খরচ		***	
শিক্ষানবিস সেলামী (প্রাপ্তি)			***
আমানতের সুদ			***
সুদ প্রাপ্তি			***
উত্তোলনের সুদ			***
প্রাপ্ত বাট্টা			***
প্রাপ্ত কমিশন/দস্তুরী			***
প্রাপ্ত ভাড়া			***
উপ-ভাড়াটিয়া থেকে প্রাপ্ত ভাড়া			***
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদ			***
সঞ্চিতি তহবিল			***
সাধারণ সঞ্চিতি			***
বিনিয়োগ সঞ্চিতি			***
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			***
আয়কর সঞ্চিতি			***
দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি			***
পেনশন তহবিল			***
লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল			***
		***	***

- সমন্বিত ক্রয় বলতে প্রারম্ভিক মজুত ও ক্রয় থেকে সমাপনী মজুত পণ্য বাদ দিলে যে অংক থাকে তাকে বুঝায়। অর্থাৎ সমন্বিত ক্রয় = (ক্রয়+প্রারম্ভিক মজুত পণ্য) —— সমাপনী মজুত পণ্য।

- যদি রেওয়ামিলের জন্য সমন্বিত ক্রয় উল্লেখ থাকে তাহলে সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন প্রারম্ভিক মজুত পণ্য রেওয়ামিলে আসবে না। অন্যথায় ক্রয় ও প্রারম্ভিক মজুত পণ্য রেওয়ামিলে আসবে। সমাপনী মজুত রেওয়ামিলে আসবে না।

উল্লেখ্য, যদি কোন কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল না মেলে, তাহলে আবার ভালভাবে দেখতে হবে কোন জের তুলতে ভুল হয়েছে কিনা বা অংকে ভুল আছে কিনা। এসব ব্যাপারে নিশ্চিত হলে দুই যোগফলের পার্থক্যকে অনিশ্চিত হিসাবে (Suspense Account) লিখে অংক মিলাতে হবে। টাকার অংক যোগফল কমের দিকে বসবে। কোন হিসাব প্রাপ্ত না প্রদত্ত বলে সন্দেহ হলে, যেদিকে লিখলে যোগফল মেলে সেদিকে লিখে নীচে নোট দিতে হবে।

রেওয়ামিল প্রস্তুত সংক্রান্ত উদাহরণ (Examples for Preparing Trial Balance)

উদাহরণ-১

জনাব আব্দুস শাহীদ খানের নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত দিয়ে ৩১.১২.০২ তারিখে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন ঃ

হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা
মূলধন	৫,০০,০০০	সাধারণ খরচ	১,০০০
বিক্রয়	২,০০,০০০	মনিহারী	৫০০
ক্রয়	১,০০,০০০	অন্তঃ পরিবহন	২০০
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	৫০,০০০	বহিঃ পরিবহন	৩০০
ভূমি ও দালান	২,০০,০০০	বাট্টা প্রদত্ত	২,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	প্রদত্ত কমিশন	৫,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩০,০০০	আন্তঃ ফেরত	২০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	৪০,০০০	বহিঃ ফেরত	৪,০০০
ভ্রমণ খরচ	৫,০০০	ব্যাংক জমা	১,৫০,০০০
বেতন ও মজুরী	৫০,০০০	হাতে নগদ	১,০০,০০০

সমাধান ঃ

জনাব আব্দুস শাহীদ খান
রেওয়ামিল, তারিখ ঃ ৩১.১২.২০০২

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন			৫,০০,০০০
বিক্রয়			২,০০,০০০
ক্রয়		১,০০,০০০	
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য		৫০,০০০	
ভূমি ও দালাল		২,০০,০০০	
আসবাবপত্র		৪০,০০০	
বিবিধ দেনাদার		৩০,০০০	
বিবিধ পাওনাদার			৪০,০০০
ভ্রমণ খরচ		৫,০০০	
বেতন ও মজুরী		৫০,০০০	
সাধারণ খরচ		১,০০০	
মনিহারী		৫০০	
অন্তঃ পরিবহন		২০০	
বহিঃ পরিবহন		৩০০	
বাট্টা প্রদত্ত		২,০০০	
প্রাপ্ত কমিশন			৫,০০০
আন্তঃ ফেরত		২০,০০০	
বহিঃ ফেরত			৪,০০০
ব্যাংক জমা		১,৫০,০০০	
হাতে নগদ		১,০০,০০০	
		৭,৪৯,০০০	**৭,৪৯,০০০**

উদাহরণ ঃ ২ - মেসার্স সালমা টেডার্স-এর নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত গুলি দিয়ে ৩১.১২.২০০২ তারিখে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ঃ

হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা
মূলধন	৩,০০,০০০	দালান	৩০,০০০	অনাদায়ী দেনা	২,০০০
বিক্রয়	২,৫০,০০০	কলকব্জা	৬০,০০০	সঞ্চিতি	২২,০০০
বিবিধ দেনাদার	৬০,০০০	পরিবহন	৩,০০০	বেতন	৫০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১০,০০০	আন্তঃ ফেরত	৩,০০০	প্রারম্ভিক মজুত	২৫,০০০
মেরামত খরচ	৫,০০০	গাড়ী	২০,০০০	উত্তোলন	৯০,০০০
ব্যবসায়িক খরচ	১২,০০০	প্রাপ্ত সুদ	১,২০০	সমাপনী মজুত	৫,০০০
ভাড়া প্রদান	২,৫০০	বহিঃ ফেরত	২,০০০	দস্তুরী প্রাপ্তি	১,২০০
মজুরী	২০,০০০	অগ্রীম খরচ	২০,০০০	বীমা ও কর	২,২০০
ক্রয়	২,০০,০০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১,৮০০	বাট্টা প্রাপ্তি	২৫,০০০
আসবাবপত্র	৫,০০০	ভ্রমণ খরচ	৬,০০০	ব্যাংকে জমা	১০০
				হাতে নগদ	

সমাধান

মেসার্স সালমা টেডার্স
রেওয়ামিল, তারিখ ঃ ৩১.১২.২০০২

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন			৩,০০,০০০
বিক্রয়			২,৫০,০০০
বিবিধ দেনাদার		৬০,০০০	
বিবিধ পাওনাদার			১০,০০০
মেরামত খরচ		৫,০০০	
ব্যবসায়িক খরচ		১২,০০০	
ভাড়া প্রদান		২,৫০০	
মজুরী		২০,০০০	
ক্রয়		২,০০,০০০	
আসবাবপত্র		৫,০০০	
দালান		৩০,০০০	
কলকব্জা		৬০,০০০	
পরিবহন		৩,০০০	
আন্তঃ ফেরত		৩,০০০	
গাড়ী		২০,০০০	
প্রাপ্ত সুদ			১,২০০
বহিঃ ফেরত			২,০০০
অগ্রীম খরচ		২০,০০০	
বাট্টা প্রাপ্তি			১,৮০০
ভ্রমণ খরচ		৬,০০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			২,০০০
বেতন		২২,০০০	
প্রারম্ভিক মজুত		৫০,০০০	
উত্তোলন		২৫,০০০	
দস্তুরী প্রাপ্তি			৫,০০০
বীমা ও কর		১,২০০	
প্রদত্ত বাট্টা		২,২০০	
ব্যাংকে জমা		২৫,০০০	
হাতে নগদ		১০০	
		৫,৭২,০০০	**৫,৭২,০০০**

সমন্বয় খাত ঃ সমাপনী মজুত ৯০,০০০ টাকা।
সমাপনী মজুত রেওয়ামিলে আসে না।

উদাহরণ-৩

জনাব বোরহানের ৩১.১২.২০০২ তারিখের খতিয়ান উদ্বৃত্ত সমূহছিল নিম্নরূপ। উক্ত বিবরণীর মাধ্যমে একটি রেওয়ামিল তৈরী করুন।

হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা
মূলধন	৯০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৬০,৩০০
বেতন	৪৬,৪৫৫	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	২,১৩০
মজুরী	১৮,২৯১	প্রদত্ত ভাড়া	৬,০০০
অন্তঃ পরিবহন	২,৭৮৭	প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	১৪,৫১৭
বহিঃ পরিবহন	৬,০১২	কলকব্জা	২৪,০০০
বিক্রয়	৩,৪৮,৭৩৮	অনাদায়ী দেনা	১,৫৭৫
বিক্রয় ফেরত	২৩,৪৬৩	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৭৫০
ক্রয়	১,৫৪,৩৭৪	প্রাপ্য বিল	৫,৪০০
ক্রয় ফেরত	৪,০৩৮	গ্যাস, পানি ইত্যাদি	২,১৬০
ভুমি ও দালান	৬০,০০০	বীমা প্রিমিয়াম	৫১৩
উত্তোলন	৩০,০০০	প্রদেয় বিল	১৬,৩৪১
বিবিধ পাওনাদার	৩১,২০৩	বিজ্ঞাপন	৯,৭৯২
ঋন	২৮,৫০০	ব্যবসায়িক খরচ	১০,৪৬৭
ঋনের সুদ	৯০০	বিনিয়োগ	২৩,৪৯৯
সুনাম	১৫,০০০	প্রদত্ত বাট্টা	১,৬৮০
ব্যাংকে জমা	৭,৬৬৫	প্রাপ্ত বাট্টা	৩,৩০০
হাতে নগদ	১৫০		

সমাধান

জনাব বোরহান
রেওয়ামিল
৩১.১২.২০০২

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন			৯০,০০০
বেতন		৪৬,৪৫৫	
মজুরী		১৮,২৯১	
অন্তঃ পরিবহন		২,৭৮৭	
বহিঃ পরিবহন		৬,০১২	
বিক্রয়			৩,৪৮,৭৩৮
বিক্রয় ফেরত		২৩,৪৬৩	
ক্রয়		১,৫৪,৩৭৪	
ক্রয় ফেরত			৪,০৩৮
ভূমি ও দালান		৬০,০০০	
উত্তোলন		৩০,০০০	
বিবিধ পাওনাদার			৩১,২০৩
ঋন			২৮,৫০০

হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ঋনের সুদ		৯০০	
সুনাম		১৫,০০০	
ব্যাংকে জমা		৭,৬৬৫	
হাতে নগদ		১৫০	
বিবিধ দেনাদার		৬০,৩০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			২,১৩০
প্রদত্ত ভাড়া		৬,০০০	
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য		১৪,৫১৭	
কলকব্জা		২৪,০০০	
অনাদায়ী দেনা		১,৫৭৫	
লভ্যাংশ প্রাপ্তি			৭৫০
প্রাপ্য বিল		৫,৪০০	
গ্যাস, পানি ইত্যাদি		২,১৬০	
বীমা প্রিমিয়াম		৫১৩	
বিজ্ঞাপন		৯,৭৯২	
প্রদেয় বিল			১৬,৩৪১
ব্যবসায়িক খরচ		১০,৪৬৭	
বিনিয়োগ		২৩,৪৯৯	
প্রদত্ত বাট্টা		১,৬৮০	
প্রাপ্ত বাট্টা			৩,৩০০
		৫,২৫,০০০	**৫,২৫,০০০**

পাঠ-সংক্ষেপ

খতিয়ানের জের সমন্বয়ে রেওয়ামিল তৈরী করা হয়। কতকগুলি হিসাব রয়েছে যা সর্বদা ডেবিট জের প্রদর্শন করে এবং কতকগুলি হিসাব রয়েছে যা সর্বদা ক্রেডিট জের প্রদর্শন করে। আবার কিছু হিসাব রয়েছে যা কখনও ডেবিট, কখনও ক্রেডিট জের প্রদর্শন করে। হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ধারণের এসব ধারণা থাকলে সহজে রেওয়ামিল তৈরী করা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন।

১. ব্যক্তিবাচক হিসাবের কোন খাত ডেবিট দিকে বসে ?

ক) সুবিধা গ্রহণকারী খাত খ) সুবিধা প্রদানকারী খাত

গ) আয়ের খাত ঘ) ব্যয়ের খাত।

২. সম্পত্তি বাচক হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সঠিক ?

ক) সম্পদ এলে ক্রেডিট হবে খ) সম্পদ বেরিয়ে গেলে ডেবিট হবে

গ) সম্পদ এলে ডেবিট হবে ঘ) সম্পদ বেরিয়ে গেলে কিছু হবে না।

৩. নামিক হিসাবের ক্ষেত্রে নীচের কোনটি সঠিক ?

ক) কোন ব্যয় হলে ক্রেডিট হবে খ) কোন ক্ষতি হলে ক্রেডিট হবে

গ) কোন আয় হলে ডেবিট হবে ঘ) কোন ব্যয় হলে ডেবিট হবে।

৪. সমাপনী মজুত কখন রেওয়ামিলে আসে ?

ক) ক্রয় উল্লেখ থাকলে খ) সমন্বিত ক্রয় উল্লেখ থাকলে

গ) প্রারম্ভিক মজুত উল্লেখ থাকলে ঘ) কখনও আসে না।

রচনামুলক প্রশ্ন ঃ

১. ব্যক্তিবাচক হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
২. সম্পত্তি বাচক হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ নির্ধারণের সাধারণ নিয়মাবলী উদাহরণসহ লিখুন।
৩. নামিক হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিক নির্ধারণের সাধারণ নিয়মাবলী উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৪. রেওয়ামিল তৈরীর ক্ষেত্রে হিসাবসমুহের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণের নিয়মাবলী উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

৫. নিম্নোক্ত জের সমন্বয়ে জনাব আবুল খায়েরের ৩১.১২.২০০২ তারিখে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০	ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি	৩,৭৫০
বহিঃ পরিবহন	৫,০০০	হাতে নগদ	১,২৫০
আসবাবপত্র	১০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৩৫,০০০
বহিঃ ফেরত	৭,৫০০	ক্রয়	৩,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২,৫০০	প্রাপ্য বাট্টা	২,০০০
বিক্রয়	৪,০০,০০০	অন্তঃ ফেরত	৫,০০০
প্রদেয় বাট্টা	২,৫০০	বেতন	২৫,০০০
সমাপনী মজুত পণ্য	৫০,০০০		
ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত	৭৫,০০০		
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	৫৭,০০০		

৬. মেসার্স আবুল বাশার-এর নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত গুলি থেকে ২০০১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

হিসাব	টাকা	হিসাব	টাকা
মূলধন	৫,০০,০০০	বিক্রয়	৮,০০,০০০
মজুরী	২০,০০০	ক্রয়	৬,০০,০০০
বেতন	৫০,০০০	মজুত পণ্য (০১.০১.২০০১)	৫০,০০০
দালান-কোঠা	২,০০,০০০	মজুত পণ্য (৩১.১২.২০০১)	৬০,০০০
আসবাবপত্র	৭৫,০০০	অন্তঃ পরিবহন	২০,০০০
কলকব্জা	১,০০,০০০	বহিঃ পরিবহন	২,০০,০০০
বিক্রয়	৪,০০,০০০	বেতন	৮০,০০০
বিক্রয় ফেরত	২০,০০০	মজুরী	২,০০,০০০
ক্রয়	২,০০,০০০	ব্যাংকে জমা	৮৪,০০০
ক্রয় ফেরত	৫০,০০০	হাতে নগদ	
সমাপনী মজুত পণ্য	৪০,০০০		

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.১	ঃ	১. ঘ ;	২. ঘ ;	৩. ঘ।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.২	ঃ	১. খ ;	২. গ।		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৩	ঃ	১. গ ;	২. খ ;	৩. ঘ ;	৪. গ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯.৪	ঃ	১. ক ;	২. গ ;	৩. ঘ ;	৪. খ।